দৈনিক ইনকিলাব

084

তারিখ 28 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যার্জনে সততা অপরিহার্য

'বিদ্যা' অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। পৃথিবীর যে জাতি এ বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হয়ে তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেছে—সে জাতিই উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছে। আর যে জাতি বিদ্যা হতে দূরে সরে শুধু অবহেলা ও অমর্যাদা প্রদর্শন করেছে—সে জাতিই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং 'বিদ্যা' এমন এক জিনিস যার প্রতি কোন জাতিরই অমর্যাদা, অবহেলা বা কলুষতা প্রদর্শন করা আদৌ উচিৎ নয়।

'বিদ্যা' আমাদের জীবন চলার দিশারী। সত্যিকার অর্থে আমরা যে যতটুকু বিদ্যালাভ করি—সেটাই চোখের জ্যোতিস্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর যদি শিক্ষালাভ বা জ্ঞানার্জন না করেই শুধুমাত্র শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই উদগ্রীব হয়ে বিকল্প পন্থা অবলম্বন করি, তাহলে কর্মজীবনে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপ ও অনুশোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

অত্যুক্তি হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'নিজের সাধ্য মোতাবেক আমরা যে যতটুকু বিদ্যার্জন করতে সক্ষম হয়েছি—শুধু তার উপর নির্ভরশীল হয়ে কোন প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে কোন ক্ষেত্রে যদি অকৃতার্যও হয়ে থাকি তবুও তাতে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি রয়েছে। এমন সুমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিটিই হচ্ছেন সত্যিকার জ্ঞানী। এবং তার বিদ্যার্জনই যথার্থ। আর যদি কেউ অসাধু পন্থা অবলম্বন করে কৃতিত্বের সাথেও কৃতকার্যতা লাভ করে, তাহলে তা নিছক মূর্খতা এবং বিদ্যাচুরি আর কিছুই নয়।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যার্জন করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য তা হলো বিদ্যার্জন করা। বিদ্যার্জন না করেই যদি বিদ্যালয় ডিঙ্গিয়ে যাই তাহলে এ 'বিদ্যা' নিরর্থক। আর এমন শিক্ষায় কখনো আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি সাধিত হতে পারে না।

সুতরাং বিদ্যার্জনে আমাদের যথেষ্ট সততা এবং ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রাখতে হবে, যাতে করে এর আলোকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর-সুষ্ঠু এবং কল্যাণকর হিসেবে বিকশিত কর যায়। উপরন্তু শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছৃংখলতার সূত্রপাত বা হীনমন্যতাসম্পনন, অবমাননাকর কোন কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় সেদিকে অবশ্যই আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

—মুহাঃ ওবায়দুল কাইয়ু আজাদ

উপজেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র

আজকাল গ্রামাঞ্চলে পরীক্ষা কেশন্দ্রগুলোতে নকলের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মন হয়, কয়েক বছর পর হয়ত গ্রামাঞ্চলে কোন অভিভাবকই চাইবেন না যে, তার ছেলে সেখান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক। কারণ, নকল করে ভাল ছাত্র না হলেও সমাজে অরাজকতা করা সম্ভব হবে। বাড়ীর কাছে কাছে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি। যে উপজেলায় একটি কলেজ, সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা খুবই হাস্যকর। যে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বা ভোট কেন্দ্রে নকল, কারচুপি ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করা যায় না। সে দেশে উন্নতির পথ যে সংকীর্ণ হবে তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা চলে। যে অফুরন্ত মনোবল নিয়ে দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে তা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুর্নীতি ও অরাজকতার জন্য নয়। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এ কথার যথার্থতা যেন আমরা আজ খুঁজে পাই না। যে কেন্দ্রে নকল হয়, সেখানে ভাল-খারাপ ছাত্রের কোন পার্থক্য নেই। খারাপ ছাত্ররা নকলের আশায় লেখাপড়া মোটেই করে না। নির্বাহী অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা চেয়ারম্যান পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন আর একবার দেখে চলে যান। নিজের আত্মীয় থাকলে তো নকল করার ব্যাপারে কোন বাধাই নেই। পূর্বে জেলা মহকুমা সদরে পর্যন্ত পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। এবং নকলও হতো কম। সে সময় ভয়ে হলেও ছাত্রা লোখাপড়া করতো। তাই এই এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র উপজেলায় স্থাপন না করে জেলা সদরে স্থাপন করা উচিত। নকল প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—মোঃ রফিউল করিম